Book review - Shramana (akhar) by Shuvashree Saha

শ্রমণা

অক্ষর সংখ্যা ১৪২৬

সম্পাদক
চন্দ্রাণী বসু
প্রচ্ছদ
ধীমান পাল

আলোচক : শুভশ্রী সাহা

অক্ষর সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে এটিকে' 'ফিরে দেখা ''বলা ই যথাযথ হবে। যারা লিখেছেন তাদের বহুজন ই শ্রমণ গ্রুপে আছে ও নিয়মিত লেখেন সেখানে প্রতিষ্ঠিত কবি সাহিত্যিক যেমন আছেন তেমনি এক ঝাঁক নবীন লেখক, কবি ও আছেন। যাদের লেখা বেশ ঝরঝরে ও বলিষ্ঠ লাগল। প্রথমে বলি অক্ষর সংখ্যা বলে নাম দেওয়ায় অক্ষরের সাথে প্রথম লগ্নেই সম্পাদিকা কবি ও লেখকদের যুক্ত করে দিয়েছেন। অক্ষর আছে বলেই বিদ্যা আর বিদ্যা লাভ করেই আমরা সাহিত্য জগতে পা রাখতে পারি। প্রচ্ছদের মন কাড়া রঙের এর কম্বিনেশনের জন্যে সাধুবাদ জানাই শিল্পী ধীমান পালকে।

মোট চারখানি প্রবন্ধ, প্রায় পঞ্চাশটি কবিতা এবং সতেরটি গল্প, একটি রহস্য উপন্যাস, একটি নাটক,একটি রম্য রচনা এবং মুগ্ধ করেছে মুক্ত ধারার চারটি লেখাই । এরমধ্যে হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এর লেখাটি স্বতন্ত্র রাখতেই হয়।সিলভিয়া, ইমেল, লীনা প্রত্যেকেই মুক্তধারাতে অসাধারণ বিন্যাসে এগিয়েছেন।

রম্য রচনাটি আরো একটু রমনীয় হতে পারত মনে হয়। রহস্য উপন্যাস টি মুগ্ধ করেছে পাঠকদের প্রথম থেকে শেষ টানটান উত্তেজনা বজায় থেকেছে। ওনার থেকে আরো থ্রিলার চাই ভবিষ্যতে। গল্প মোট সতেরটি। এক একটি ভিন্ন স্বাদের। অনিকেন্দু, বিপ্লব প্রিয়াঞ্জলি, মৃণাল, অতনু, মানসী, চৈতালী, অর্পিতা, অপর্ণা মুগ্ধ করেছে। শেষোক্ত কজন নতুন হিসেবে গদ্যতে চমৎকার।

শ্রমণ মূলত সাহিত্য ধর্মী হলেও, পাঠকের মনের খোরাকটি বোঝে তাই অন্য অন্য আকর্ষক কিছু বিভাগ ও আছে ম্যাগাজিনে।

ভালো আছি ভালো থেকো ডাঃ কৌশিক মন্ডলের ডেক্স থেকে আমরা পড়েছি। উনি শুধু চিকিৎসক নন, সু লেখক ও বটে তাই মনে হয়নি পড়তে গিয়ে জটিল কিছু পড়ছি মস্তিষ্ক সম্পর্কে। মেন্টাল ডিপ্রেশন এখন চোখের লেন্সের মত রোজের অসুখ। অনেক কিছু জানার ছিল। মৌমিতা চ্যাটার্জি তার লেখায় অত জটিল তত্ত্বে না গিয়ে সহজ উপায়ে মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন।

Book review - Shramana (akkhar) by Shuvashree Saha

ভালো লাগল বেশ।

মুখোমুখি বা সাক্ষাৎকারে এসেছেন মানভূম পত্রিকার সম্পাদক বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী। তিনি সহজ কথা সহজ ভাবেই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন। জানতে পারলাম পত্রিকাটি ১৯৯৯ সালের।

পাকশালার পাণ্ডুলিপি বা রসনার সেরা রেসিপিতে হই হই যারা এসেছেন তাদের মধ্যে স্বাতী ভূঁইয়া এবং শাশ্বতী চৌধুরী একেবারে পুরো পাঁচতারা হোটেলের চীফ শেফ বললে অতুক্তি হবে না। এদের রান্না পাঠক নিয়মিত পেজে পান। শুভেচ্ছা রইল দুজনকেই।

মোট পঞ্চাশটি কবিতাকে জায়গা দিয়েছে শ্রমণ। এতে শ্রমণ ভারাক্রান্ত হয়েছে মনে হলো। একসাথে পঞ্চাশটি কবিতা সত্যি কতটা পাঠক রসাস্বাদন করতে পারে ? সেক্ষেত্রে এত সুন্দর কবিতা গুলিকে বারে বারে ভাগ করলে বেশি ভাল মনে হয়। এতে প্রত্যেকবার সবার কবিতা না গেলেও, পাঠক কিন্তু মন দিয়ে পড়তে পারেন লেখাটিও তার জায়গা পায় যথাযথ।

যারা বহুদিন ধরে লিখছেন তারা তো বটেই, নবীন কবিদের লেখা ও সবিশেষ উল্লেখ্য।

অর্ঘ রায় চৌধুরী, নিলয় নন্দী, জপমালা ঘোষ রায়, উজান উপাধ্যায়, ফিরোজ, কৌশিক চক্রবর্তী, নাজমুল, অর্কায়ন, পিয়ালী বসু ঘোষ এরা বরাবরের মত মুগ্ধ করেছে।

মুগ্ধ করেছে মৃত্তিকা, জয়শ্রী, পিয়াংকী, তনিমা, সবুজবরণ, ঝুমা চৌধুরী, বাকিরাও প্রত্যেকেই উজ্জ্বল কবিতায়।

শেষে আসি প্রবন্ধে। প্রবন্ধ চারটিই মনোজ্ঞ লেখা। মুগ্ধ করেছেন প্রাবন্ধিক মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায় তার বাংলা কবিতার প্রবহমান ধারা ও আন্দোলন প্রবন্ধটিতে। উনি রবীন্দ্র পরবর্তী সময় নিয়ে মূলত আলোচনা করেছেন। পঞ্চাশের দশক থেকে উনি সমসাময়িক সময় পর্যন্ত এসেছেন। সুচারু ভাবে সম্পন্ন করেছেন এই পর্ব গুলির ভাগ। কবি প্রাবন্ধিক লেখক অমিতাভ দাস তার কল্লোলিনী কলকাতা প্রবন্ধ টিতে সহজ সরল ভাবে গল্পের মতন তথ্য দিয়ে গেছেন। অকারণ জটিলতা নেই, তথ্যের ভার নেই, ফ্ল্যাট কিন্তু ইজি ফ্যাটলেস প্রেজেন্টেশন।

আমরা রেনেসাঁস পিরিয়ড টিকে উনবিংশ শতাব্দীতে ফেললেও এর মুখবন্ধ বা প্ল্যাটফরম তৈরি হয়েছে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকেই। মূলত ইউরোপের শিল্প বিপ্লব, এবং আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, আয়ারল্যান্ডের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক।

প্রাবন্ধিক জয়ন্ত সরকার ইতিপূর্বেই প্রমাণ করেছেন তার মুন্সিয়ানা। ধন্যবাদ জানাই লেখাটির জন্যে দয়াময় রায়কে।

স্বল্প পরিসরে ভ্রমণ এরও জায়গা আছে। ঋদ্ধ করেছেন ভ্রমণকার অরুনাভ দাস।

প্রতিসরণ বিভাগে যে পাঁচজন জায়গা করে নিয়েছেন তাদের মধ্যে কল্পনা বিশ্বাস, সমিত মজুমদার এবং দীপ্তেশ চৌধুরী কে শ্রমণের পাঠকেরা জন্মলগ্ন থেকেই চেনেন। প্রতিসরণের শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি সব পাঠক বোঝেন না, কিন্তু ভালোলাগা সবার থাকে। তাই যে ছবি মানুষ প্রকৃতিকে বিষয় করে তার আবেদন ই আলাদা। শিল্পী পাঁচজনের পৌষের বিশেষত্ব দেখিয়েছেন। রুণা এবং বর্ণালী বরাবরের মত সুন্দর।

Book review - Shramana (akhar) by Shuvashree Saha

স্লেট পেন্সিল বিভাগ টিতে ছোটদের জন্যে জায়গা রাখা হয়। পাঠকের বিচারে এরা প্রত্যেকেই প্রথম। এই ভাবেই অঙ্কুরিত হোক নান্দনিক উৎকর্ষতা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।
অনুবাদ সাহিত্যের জন্যেও ঠিক বেডরুমের একচিলতে জায়গার মত জায়গা রাখা হয়েছে।
অথচ তার মধ্যেই কত আলো পড়েছে। শ্রমণ এই কারণেই স্বতন্ত্র জায়গা নিয়েছে। সুজাতা বন্দোপাধ্যায় এর অনুবাদ অসাধারণ।
খুব কম সময়ের মধ্যেই শ্রমণ পাঠক মহলে আদৃত হয়েছে। পত্রিকাটির মূল্য একটু কম করলে আর পাঠক বাড়বে বলে মনে হয়। শিল্পী ধীমান পালকে জানাই অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা, মনকাড়া করে এমন সাজানোর জন্যে। সম্পাদিকা চন্দ্রানী বাসুকে ধন্যবাদ জানাই।
পরিশেষে জানাই, আমি পত্রিকাটির সমালোচনা কিন্তু করিনি, আগেই তাই ফিরে দেখা নাম দিয়ে দিয়েছি। পাঠকের বিচারে আস্থা রাখি। আমি আমার আলোয় দেখেছি মাত্র। তারাই নিজেরা নিজেদের প্রিয় লেখা, প্রিয় কবি, প্রিয় লেখক প্রিয় প্রবন্ধকার ইত্যাদি পছন্দ করে নেন। প্রত্যেকেই আলোকিত স্ববৃত্তে। স্বল্প পরিসরে লিখেছি, তাই যাদের নাম অনুল্লিখিত থেকে গেলো তারা নিজ গুণে মার্জনা করে নেবেন বিশ্বাস রাখি। ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা সহ-